শ্রীহরিকথা শ্রবণে, জিহ্বার সাফল্য শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনে, মস্তকের সাফল্য শ্রীহরিচরণ বন্দনে, হস্তের সাফল্য শ্রীহরিপদ সেবনে, নয়নের সাফল্য শ্রীহরিবিগ্রহ দর্শনে, পায়ের সাফল্য শ্রীহরিক্ষেত্রে গমনে, নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অঙ্গের সাফল্য শ্রীহরিভক্তজন-পদধূলি অভিষেকে, নাসিকায় সাফল্য ভগবচ্চরণে অর্পিত তুলসী-সৌরভ গ্রহণে। হৃদয়ের সাফল্য ভগদ্ভাবে বিগলনে। ইহা ভিন্ন সমুদয় অঙ্গই বিফল। তেমনি শ্রীমান্ পরীক্ষিৎ মহারাজও অন্বয়মুখে ১০৮০।৩৪ শ্লোকে ইহারাই দৃঢ়তা করিবেন। সেইটিই বাক্ইন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্ইন্দ্রিয়ের সেইটিই সাফল্য; যে বাক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীহরির গুণগাথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই দুইটি করই যথার্থ সফল, যে দুইটি কর শ্রীহরির সেবা করে। সেই মনই সফল, যে মন শ্রীবিগ্রহে এবং ভগদ্ভক্তজনে নিত্যবিদ্যমান শ্রীহরিকে স্মরণ করে, সেই কর্ণই ধন্য, যে কর্ণ জগৎ-শোধনকারিণী শ্রীহরিকথা শ্রবণ করে। সেই মস্তকই ধন্য, যে মস্তক শ্রীভগদ্বিগ্রহ ও শ্রীভগদ্ভক্তকে নমস্কার করে। সেই চক্ষুই ধন্য, যে চক্ষু শ্রীভগদ্বিগ্রহ ভগদ্ভক্তকে দর্শন করে। সেই নাভির উর্দ্ধস্থিত সমস্ত অঙ্গগুলি ধন্য, যে অঙ্গগুলি শ্রীবিষ্ণুর এবং তাঁহার ভক্তগণের পাদজল নিত্য ধারণ করে। তাহা হইলে শ্রীশৌনক ব্যতিরেক মুখে সে কথাগুলি বলিয়াছেন; শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজও অন্বয়মুখে সেই কথাগুলি উল্লেখ করিয়া সম্পাদন করিবেন। তাহা হইলে এই প্রকারে শ্রীশুকদেবের কথার প্রারম্ভ হইতে ৩টি অধ্যায়ে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়রূপে উল্লেখ পাওয়া যায়। ২।১।১ শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় স্কন্ধে ১০টি অধ্যায়ে বর্ণিত হইবেন। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে কীর্ত্তন-শ্রবণাদি দ্বারা শ্রীভগবানের বিরাটরূপে সাধকের মনের ধারণা বলা হইতেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই বিরাট ধারণা হইতে সংযত মনটি সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে ধারণ করা কর্ত্তব্য—ইহাই বর্ণিত হইয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বিষ্ণুভক্তির বৈশিষ্ট্যশ্রবণ-কারী মুনি শ্রীশৌনকের ভক্তির উদ্রেকবশতঃ শ্রীহরির লীলাশ্রবণে অতিশয় আদর বর্ণিত হইয়াছে। ২।৩। অধ্যায়ে "আয়ুর্হরতি বৈপুংসাং" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং" এই পর্য্যন্ত ৮ শ্লোকে শ্রীশৌনক ব্যতিরেক মুখে অর্থাৎ নিন্দামুখে শ্রীহরিভক্তির অবশ্য কর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন। ৩৩—৪০। শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৫।৯ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা-নারদ-সংবাদেও ভবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব দেখান হইয়াছে—হে বৎস! তোমার এই সন্দেহ অর্থাৎ সন্দেহপূর্ব্বক এই মনটি সম্যক্ অর্থাৎ অতি সুন্দর হইয়াছে। আমার প্রতি করুণা করিয়াই তুমি এই প্রশ্নটি করিয়াছ। যেহেতু তুমি